গল্প

চোরকাঁটা

শাফিন রাশেদ

ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে।
জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিল জুঁই। সন্ধ্যা হতে এখনো বাকি। সিডি প্লেয়ারে হুমায়ূন আহমেদের একটা গান ছেড়ে দিল। ‘যদি মন কাঁদে, তুমি চলে এসো, এক বরষায়...।’ পাতলা কাঁথাটা শরীরের উপর ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো জুঁই। গান শুনতে শুনতে একটা তীব্র ভালোলাগায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে দেহ-মন।
একটা কাক হঠাৎ কোত্থেকে উড়ে এসে জানালার কাছের একটা গাছের ডালে এসে বসলো। আশ্চর্য! কোন ডাকাডাকি নেই। ভিজছে সে বৃষ্টির পানিতে। খুব গম্ভীর একটা ভাব। দোষ-গুন দু’টোই বিস্তৃত হতে জানে। কাকের মত জুঁইয়েরও ইচ্ছা করছে বৃষ্টিতে ভিজতে। আচ্ছা, ছাদে গেলে কেমন হয়! না না না, আজ থাক। দুপুরে ক্যাম্পাসে আজ অনেক বার ভিজতে হয়েছে জুঁইকে, মাসুদের সাথে। আবার ভিজলে নির্ঘাত জ্বরে পরতে হবে। মাসুদের কথা ভাবতেই মেজাজটা তেতে উঠল জুঁইয়ের।
কী ভেবেছে মাসুদ? দুনিয়ার মেয়েরা যেন ওর জন্য পাগল সব। উচিত শিক্ষা দিতে হবে মাসুদকে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা দরকার, কীভাবে শিক্ষাটা দেয়া যায়। জুঁই ভাবতে থাকল মাসুদের সাথে ওর আলাপচারিতা।
ক্লাস শেষে মাসুদ ও জুঁই শাহবাগের ‘সিলভানা’ রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলো। ছাতা মাথায় ছিল, তবু ওরা অনেকখানি ভিজে গেছে। আলুর চপ শেষ করে চায়ে চুমুক দিল মাসুদ। মাসুদ খেয়াল করলো, কথা কম বলছে জুঁই। কী ব্যাপার কে জানে?
জুঁই হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, নাহিদের সাথে তোমার কত দিনের জানাশোনা ?
-কোন নাহিদ ?
-কোন নাহিদ মানে? ক’টা নাহিদকে তুমি চেনো ?
-না মানে, তুমি কি আরামবাগের নাহিদের কথা বলছো ?
-জ্বি। বলো, ওর সাথে তোমার সম্পর্ক কত দিনের ?
-দ্যাখো জুঁই, তোমার মাথা ঠিক নেই। বলতো, নাহিদের কথা তোমাকে কে বলেছে ?
-নাহিদ আমার কাজিনের বান্ধবী। আমার কাজিন ওর সম্পর্কে বলেছে।
-তুমি কী শুনেছো আমি জানি না। তোমাকে শুধু একটা কথা বলবো, সমস্ত ব্যাপারটা এক-পাক্ষিক। নাহিদের দিক থেকে। মাসুদ বললো।
-তুমি তো তা বলবেই। মেয়েরা শুধু শুধু তোমাকে তাড়ায়। তাই না ? আচ্ছা বলতো, এই মেয়েটির সাথে তোমার জানা-শোনা হ’ল কী ভাবে ?
-নাহিদরা আমাদের পাশের মহল্লায় থাকে। একদিন বাস স্ট্যান্ডে ও আমাকে দেখে এগিয়ে এসে কথা বলল। জানতে চাইল, আমি মাসুদ আহমেদ কি না । ও আমাকে ভার্সিটির ডিবেটিং অনুষ্ঠানে দেখেছে।
-তারপর ? জানতে চাইলো জুঁই।
-কয়েক মাস আগে নাহিদের সাথে আবার বাস স্ট্যান্ডে দেখা। নাহিদ বলল, ভাইয়া, আমি হলিক্রসের ডিবেটিং টিমের একজন। সামনেই আমাদের একটা প্রতিযোগিতা আছে। আমি আপনার থেকে কছু টিপস্ চাই। আমি বললাম, এটাতো অনেক কথার ব্যাপার, সময়ের ব্যাপার। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো সম্ভব না।
-ভাইয়া, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার ফোন নাম্বারটা কি আমি পেতে পারি ? আপনাকে ফোন করে এক সময় টিপস্ গুলো নিয়ে নেবো।
জুঁই এই সময় বলল, আর ফোন নাম্বারটা তুমি দিয়ে দিলে!
মাসুদ মাথা নাড়লো। অর্থাৎ হ্যাঁ।
মাসুদ খেয়াল করলো, জুঁই রাগে ফুঁসছে। সে আর চা খাচ্ছে না। এক সময় জুঁই বললো, এরপর থেকে ফোনে তোমাদের গল্পগুজব চলতে থাকলো, তাই না ?

মাসুদ অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলল, তুমি যা সন্দেহ করছো, সে রকম কিছু না। তাছাড়া আমি কখনো ফোন করিনি নাহিদকে। ওই করে।
-আমি বিশ্বাস করি না। ছেলেরা হ'ল ছাগলের মত, যে কোন জায়গায় মুখ দিতে তাদের বাধে না। বলে জুঁই উঠে দাঁড়াল। হন্ হন্ করে হেঁটে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল। মাসুদও পিছনে পিছনে বের হ'ল। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে দেখলো, জুঁই একটা রিক্সায় উঠে পরেছে।
মাসুদ ফিরে এসে রেস্টুরেন্টে আবার বসলো। ধীরে ধীরে চা'টা শেষ করতে লাগলো। হাতের মোবাইলটা ওপেন করে ম্যাসেজ ইনবক্সে গেল মাসুদ। প্রথম ম্যাসেজটা ওপেন করলো।' I like you, wanna meet you, ring me' গত পনের দিনে নাহিদ এরকম পাঁচবার ম্যাসেজ পাঠিয়েছে। রিং করছে প্রতিদিন।

অনেক দেরি করে বিছানা ছাড়লো জুঁই। নাস্তা সেরে এক কাপ চা বানালো নিজের জন্য। মা জিজ্ঞেস করলো, কোন কিছু ধুতে দেবার মত আছে কি না। মাকে না বলে দিয়ে চা নিয়ে নিজের রুমে চলে এলো জুঁই। বইয়ের শেলফ থেকে টলষ্টয়ের 'আনা কারেনিনা' উপন্যাসটি তুলে নিল। বারান্দায় এসে বসলো জুঁই। কয়েক বছর আগে এই উপন্যাসটি একবার পড়েছে জুঁই। এবারো পড়ছে, খারাপ লাগছে না। বরং বেশ ভাল লাগছে।
জুঁই সিদ্ধান্ত নিল, মাসুদ ফোন করলে ধরবে না সে। দু'দিন ধরবে না। এরপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। হঠাৎ জুঁইয়ের মোবাইলে ম্যাসেজ টোন শোনা গেল। ম্যাসেজটা ওপেন করলো জুঁই। পড়তে লাগলো সে। Nahid,come to Estern plaza at 1pm, today- Masud Vai. জুঁই খেয়াল করল, মাসুদের নাম্বার থেকে এসেছে ম্যাসেজটা। কেন ? ভুলে কি ? হতে পারে। নাহিদের কাছে পাঠাবে, ভুলে তার নম্বারে পাঠানো হয়ে গেছে! যাই হোক, জুঁই যাবে ঠিক করলো। আজ হাতেনাতে ধরতে হবে।
সাড়ে বারোটার দিকে ইস্টার্ন প্লাজায় পৌঁছালো জুঁই। গ্রাউন্ড ফ্লোরের পিছনের দিকে চলে গেল সে। কসমেটিকসের সারি সারি দোকান এদিকে। ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলো দোকানগুলোতে। সময় কাটানো আর কি! একটা বেজে গেলে পর জুঁই পিছনের সিঁড়ি দিয়ে ৩য় তলায় উঠে এলো। একটা দোকানে ঢুকে শাড়ি-কাপড় নাড়াচাড়া করতে থাকলো অনেক ক্ষণ।
বুকের মধ্যে ধপ্ ধপ্ আওয়াজ হচ্ছে, টের পেল জুঁই। করিডোরে এক সময় বের হলো। তাকালো সামনে। দেখলো, করিডোরের শেষ মাথায় একটা ফাস্টফুডের দোকানে বসে আছে মাসুদ। তার সামনে একটা মেয়ে। মেয়েটা বসা, এদিকে পিছন দেয়া। জুঁই এবার একটা সালোয়ার-কামিজের দোকানে ঢুকে গেল। মাসুদ কি তাকে দেখে ফেললো? দেখুক! জুঁইও দেখে ফেলেছে, যা দেখার। যদিও বিশ্বাস হচ্ছিল না প্রথমে। এখন হচ্ছে। এখন বিশ্বাস হচ্ছে। চোখের দেখা কী করে অবিশ্বাস করবে জুঁই! হঠাৎ অনুভব করল সে, তার চোখ দিয়ে পানি ঝরছে, অঝর ধারায়। এখন কি করবে জুঁই? পিছনের সিঁড়ি দিয়ে চলে যাবে কি? তাই বোধ করি ভাল হবে। ভাবলো জুঁই।
হঠাৎ দরজার দিকে তাকালো জুঁই। সেখানে মাসুদ দাঁড়িয়ে। পাশে একটি মেয়ে। অসম্ভব রূপবতী মেয়েটি। জুঁই দেখলো, মেয়েটি তার দিকে এগিয়ে আসছে, মুখে হাসি। এসে তার সামনে দাঁড়াল।
-জুঁই আপু, আমি নাহিদ। আমাকে মাফ করে দিন। মাসুদ ভাই এর আগে আপনার কথা বলেনি। আসলে বলার সেরকম সুযোগও পায়নি উনি। আজ বলল। একটু আগে। আসলে মাসুদ ভাইয়ের কোন দোষ নাই। দোষ আমার। আমিই তাকে তাড়া করছিলাম। I'm really sorry for that. আর একটা কথা জুঁই আপু, মাসুদ ভাই, আপনাকে অনেক অনেক ভালবাসে।
জুঁই কি বলবে, ভেবে পেল না। তাকিয়ে দেখলো, মাসুদ মিটিমিটি হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। মাসুদ বলল, ভুল করে নয়, ইচ্ছা করেই ম্যাসেজটা তোমার মোবাইলে পাঠিয়েছিলাম। সমস্ত ভুল বুঝাবুঝিটা যেন শেষ হয়ে যায়।
নাহিদ বললো, জুঁই আপু, এই গোলাপগুচ্ছ আপনাদের জন্য। নাহিদ জুঁই ও মাসুদের দিকে লাল গোলাপের তোড়াটা বাড়িয়ে ধরলো। ওরা দু'জনে হাত বাড়িয়ে নিল তোড়াটা।
নাহিদ বিদায় নিয়ে করিডোরে বেরিয়ে গেল।
তৃতীয় তলার উত্তর কর্নারে একটা ফাস্টফুডের দোকানে জুঁই ও মাসুদ পাশাপাশি বসে আছে। সামনে আমের জুস। পাশে জানালার বাইরে তাকোলো ওরা। ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। হুমায়ূন আহমেদের সেই বিখ্যাত ঝুম বৃষ্টি। জুঁই গুনগুন করে গেয়ে উঠলো, 'যদি মন কাঁদে, তুমি চলে এসো, কোন বরষায় .....।'
মাসুদ কেশে বলল, আমিতো এসেছি। আলতো করে জুঁইয়ের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল মাসুদ।

শাফিন রাশেদ : অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী